শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সূর্য সেনের সাথীদের জয় হলো

দীপঙ্কর বৈরাগী

সিডনীতে প্রবাসী বাংলাদেশী সংগঠনগুলোতে হামেশা ভাগা-ভাগি ও হাতা-হাতি লেগেই আছে। ধর্ম ও গোত্র ভেদে এর ব্যতিক্রম নেই। অনেক সময় দলছুটরা ভাগা-ভাগির সময় সাথে করে সংগঠনের নামটিও নিয়ে যেতে যায়। সফল হলে ভালো, না হলে ঝামেলা চলে আরো। কোর্ট-কাচারীর ধমক চলে বেশ ক'দিন, এরপর সব ঠান্ডা। আজ পর্যন্ত কোন বাংলাদেশী সংগঠন যতই মারা-মারি আর ভাগা-ভাগি করুক কেউই সংগঠনের নাম ধরে রাখতে আদালতে যায়নি, আর গেলেও প্রাথমিক শুনানীর পরদিনই দেখা গেছে কাটা-কাটিতে বিভক্ত ওরা পুনরায় একই টেবিলে বসে ভাগাভাগি করে চা'এর কাপে চুমুক দিচ্ছে। 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ' নামটি নিজেদের দাবী করে অণু-পরামণুর মত কত ভাগই না হলো সংগঠনটি। উদাহরণঃ সদাহাসি, ভদ্রবেশী এবং 'বাংলা প্রেশার' নামক সংগঠনের একজন নেতা এবং প্রতীতি সংগঠনের তথাকথিত পদক প্রাপ্ত একজন মিয়া বছর দুয়েক আগে যখন ব্যবসায়ী একজন শাহজাদাকে একটি দলিয় সভায় প্রকাশ্যে জুতো মেরেছিল, ঠিক তখনোও আরেকটি বঙ্গাবন্ধু পরিষদের জন্ম হয়েছিল। বুকে হামাগুড়ি দিয়ে চলা ইতরপ্রানী তুল্য এই ব্যক্তিগুলো প্রবাসী সমাজের কলঙ্ক। 'অনুষ্ঠানে খাওয়া আছে বলে' প্রচার করে এরা লোক জড়ো করে। পথভুলে আসা কিছু সুজন কোন অনুষ্ঠানে এই ইতরগুলোর মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলার ঢঙ দেখে হতভম্ব হয়। ভাবে ইতরপ্রাণীরাও কথা বলতে পারে!!! [টোকা মারুন]

বাংলাদেশী প্রবাসী হিন্দুদের সংগঠন বি.এস.পি.সি (বাংলাদেশ সোসাইটি ফর পুজা এন্ড কালচার) সুসংগঠিত এবং অতি পরিচিত একটি সংগঠন। বাংলার সাংস্কৃতি ও বাঙ্গালীর সংহতি রক্ষায় সিডনীর বুকে সংগঠনটি অনেক অবদান রেখেছে। 'মুকুল থেকে ফুল অতপর ফল'এ বিকশিত হওয়ার পরে একই ধারায় সংগঠনটির ঘাড়ে অসুরের খড়্গ নেমে আসে। দলছুট হয়ে কিছু ব্যক্তি একই নামে তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাতে থাকে। প্রচারপত্রে বি.এস.পি.সি নামটি তারাও জুড়ে দিতে শুরু করে। দলছুটরা তাদের বি.এস.পি.সি এর এক্রোনাইম (ব্লাড সাকার প্রভীর কাউন্সিল) ভিন্নভাবে ব্যখ্যা করতে থাকে, তবুও সাধারণ হিন্দুরা ঐ এক্রোনাইমটি মানতে পারেনি। অতএব নামের যুদ্ধ অব্যহত থাকে। মূলধারার বি.এস.পি.সি এর কর্মকর্তারা সংগঠনটির আদি-নামটি ধরে রাখার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হয়। অতপর বাধ্য হয়ে গত বছর আদালতে তারা মামলা ঠুকে দেয়। মামলার বাদী নির্মল পাল (১) এবং বি.এস.পি.সি (২), বিবাদীরা যথাক্রমে অপু সাহা (১), সঞ্জীব মহাজন (ট্রাবল এজেন্ট)(২), রানী চৌধুরী (৩), সমীর সরকার (৪) এবং রনজিৎ দাশ (৫)। দুই পক্ষ উকিল দিয়ে আদালতে লড়ে শেষাব্দি লক্ষাধিক ডলার উড়িয়ে দিয়েছে। গত শুক্রবার ০২/১২/২০১১ আদালত তার রায় ঘোষনা করেন। বিবাদি পক্ষ, অর্থাৎ দলছুটরা মামলায় হেরে যায়। সিডনীর ইতিহাসে এবারই প্রথম কোন বাংলাদেশী সংগঠন 'নাম রক্ষায়' সত্যিকারার্থে আদালতে গেল এবং শেষাব্দি মামলাটিতে লড়লো। কথিত আছে মামলা শুরু হওয়ার আগে বাদী পক্ষ অনেকবার দলছুটদের প্রতি নমনীয় হয়ে নানাভাবে সমঝোতা করতে চেষ্টা করেছিল। দলছুটদেরকে পথভ্রষ্ঠ মেষ শাবক হিসেবে তারা ক্ষমাও করতে চেয়েছিল। শোনা গেছে যে সমীর ও প্রবীর দ্বয়ের প্ররোচনায় ঐ সমঝোতা কখনো সফল হয়নি। বাদীপক্ষ এখন 'কষ্ট অর্ডার' (মামলার খরচ) এর অপেক্ষায় আছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আদালত পরাজিত বিবাদীদের বিপক্ষে 'মামলার খরচ' আদায়ের রায় দেবেন। শুদ্ধধারায় বিশ্বাসীরা এখন মন্তব্য করছেন "দেখা যাক 'তাল দেয়ার ওস্তাদ' প্রবীর এবার তার একনিষ্ঠ অনুসারীদেরকে 'মামলার আক্কেল সেলামী' পরিশোধ করতে অর্থ দিয়ে কতটুকু সাহায্য করে।" যদি তা নাহয় তাহলে এটা নিশ্চিত যে বিবাদীদের 'কষ্ট অর্ডার' এর দায়ে দু'একজন এবার নির্ঘাত হাততুলতে (দেউলিয়া) বাধ্য হবে। প্রশ্নঃ তখনও কি প্রবীর তার ঐ হাততোলা (দেউলিয়া) সাথীদেরকে 'ব্লাড ডোনেশন'এর জন্যে ডাকবেন? বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের দোহাই তুলবেন? ভগবান জানে –

তবে মনে আছে, বঙ্গোপসাগরের বুকের মানিক হাতিয়া দ্বীপের এক স্বভাব কবি একদা বলেছিলেন –

'এই দিনতো দিন নয়, আরো দিন আছে,
সময়ে দেখিবে, কুত্তার গাল বিলাই চাটে'